বাণিজ্য সংবাদ

শীর্ষে সিঙ্গাপুর

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভারতে আসা বিদেশি লগ্নিতে শীর্ষস্থান দখলে রাখল সিঙ্গাপুর। ২০২০-র এপ্রিল-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে সিঙ্গাপুর থেকে এদেশে এসেছে ৮৩০ কোটি ডলারের লগ্নি। মরিশাসকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই দেশ থেকে আসা লগ্নির অঙ্ক ৭১২ কোটি ডলার। তৃতীয় স্থানে আছে কেম্যান আইল্যান্ড (২১০ কোটি ডলার)। চতুর্থ স্থানে থাকা মরিশাস থেকে লগ্নি এসেছে ২০০ কোটি ডলারের। এর পরে আছে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডস, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি এবং সাইপ্রাস। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন-ভারত আর্থিক চুক্তির বহর বৃদ্ধির কারণেই আমেরিকা থেকে আসা লগ্নির পরিমাণ নাগাড়ে বাড়ছে। ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনে শীর্ষে ছিল আমেরিকা। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক ভারতীয় সংস্থায় লগ্নি করেছে মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি। সেই কারণেও মার্কিন লগ্নির অঙ্ক লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

১২.৫ লক্ষ কোটি লগ্নির প্রয়োজন

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দূষণের হার কমাতে ইলেক্ট্রিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু সেভাবে বিক্রি বাড়েনি ইলেক্ট্রিক গাড়ির। ২০২০-র মার্চ পর্যন্ত দেশে নথিভুক্ত করা ইলেক্ট্রিক গাড়ির সংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষ। নীতি আয়োগের লক্ষ্যমাত্রা হল ২০৩০-এর মধ্যে বাণিজ্যিক গাড়ির ৭০ শতাংশ, ব্যক্তিগত গাড়ির ৩০ শতাংশ, বাসের ৪০ শতাংশ এবং দুই ও তিন চাকার ৮০ শতাংশ ইলেক্ট্রিক হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে সব ধরনের গাড়ি মিলিয়ে ইলেক্ট্রিক গাড়ির সংখ্যা ১০ কোটি হতে হবে। অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যার প্রায় ২০০ গুণ। লক্ষ্যপূরণ কঠিন হলেও অসম্ভব নয় বলেই দাবি করা হয়েছে সেন্টার ফর এনার্জি ফিন্যান্সের করা এক সমীক্ষার রিপোর্টে। এর জন্য প্রয়োজন ধাপে ধাপে প্রায় ১২.৫ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি। নীতি আয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলে ইলেক্ট্রিক গাড়ির ব্যবসা ১৪.৪২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইনসেনটিভ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিলে এবং গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি লগ্নি করলে ২০৩০-এ এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে বলে দাবি করা হয়েছে ওই রিপোর্টে।

বিড়লা সানলাইফের আইপিও

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আগামী সপ্তাহে বাজারে আসছে আদিত্য বিড়লা সানলাইফ এএমসি'র আইপিও। প্রতিটি শেয়ারের দাম ধার্য করা হয়েছে ৬৯৫-৭১২ টাকা। শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করতে হবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই আইপিও থেকে সংস্থার হাতে আসবে প্রায় ২,৭৬৮ কোটি টাকা। আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল এবং সানলাইফ (ইন্ডিয়া) এএমসি ইনভেস্টমেন্ট- দুই সংস্থা মিলে মোট ৩.৮৮ কোটি শেয়ার বিক্রি করবে। দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ফান্ড হাউস আদিত্য বিড়লা সানলাইফ এমএফ-এর পথচলা শুরু ১৯৯৪-এ। ২৭টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২৮৪টি শহরে সংস্থার উপস্থিতি আছে। এই মুহূর্তে সংস্থা পরিচালিত সম্পদের অঙ্ক ২.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা। ন্যূনতম ২০টি শেয়ারের জন্য আবেদন করতে পারবেন লগ্নিকারীরা। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদে লগ্নির জন্য এই আইপিওতে আবেদন করা যেতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি নিষিদ্ধ করল চিন

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি সারা বিশ্বে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সি। বিটকয়েন, ইথেরিয়াম সহ প্রায় সব ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লগ্নি লাগাতার বাড়ছে। এমন সময় সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটে সব ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন নিষিদ্ধ করল চিন। সেদেশের শীর্ষ ব্যাংক পিপলস ব্যাংক অফ চায়নার ওয়েবসাইটে এই ঘোষণা করা হয়েছে। কিছুদিন আগে চিনের সরকারি ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন বন্ধ করা হয়েছিল। এবার তা সারাদেশেই বন্ধ হল। চিনের এই সিদ্ধান্তে প্রায় সব ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম কমেছে। গত এক সপ্তাহ দাম কমেছে বিটকয়েন (১২ শতাংশ), ইথেরিয়াম (১৬.৫৮ শতাংশ), কার্দানো (২.৮১ শতাংশ), বাইন্যান্স কয়েন (১৫.৩ শতাংশ), এক্সআরপি (১৩.০১ শতাংশ), সোলানা (১২.২২ শতাংশ), ডজকয়েন (১৫.০৬ শতাংশ), চেন লিংক (২১.৩৫ শতাংশ), লাইটকয়েন (১৬.১২ শতাংশ), ফাইলকয়েন (২৬.৯৩ শতাংশ) সহ প্রায় সব ক্রিপ্টোকারেন্সির। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, চিনের এই সিদ্ধান্তের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে।

বিস্ফোরক মেজাজে ভারতীয় শেয়ার বাজার

অক্লেশে ৬০ হাজার পার সেনসেক্সের

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত সপ্তাহে রিয়েল এস্টেট শেয়ারগুলিতে প্রায় ২০ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি এসেছে। এই সেক্টরটি তার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারে কি না, তা সময় বলবে। তবে, এই সেক্টরের শেয়ারগুলি যে আবার জনপ্রিয়তা ফিরে পাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। ২০০৮ সালে এই সেক্টরটির যে মূল সমস্যাগুলি ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে জমি কেনা, বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে বেশি সুদের হারে টাকা ধার করা এবং একসঙ্গে অতিরিক্ত গৃহনির্মাণ করে ফেলা। ২০০৮-এ সাবপ্রাইম ক্রাইসিস শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন ডেভেলপার তাদের তৈরি সিকিভাগ গৃহও বিক্রি করতে পারেনি। ফলে একটি সুবিশাল পরিমাণ টাকা আটকে থাকে বিভিন্ন সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ প্রোজেক্টে।

এক কথায় অনবদ্য। চায়নার সবচেয়ে বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এভারগ্র্যান্ড যেভাবে ঋণের বোঝায় ঝুঁকে পড়ে, তাতে বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হয়ে এর শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করেন। যার প্রভাব পড়ে গোটা বিশ্বজুড়ে, ন্যাসড্যাক এবং ইউরোপিয়ান ক্যাক, ড্যাকস- এইসব এক্সচেঞ্জগুলিতেও সংশোধন শুরু হয়। ভারতীয় শেয়ার বাজারও কয়েকদিন আগে ১ শতাংশের ওপর পতন দেখে। যাঁরা ২০০৮-এ বিশ্বজুড়ে মন্দা দেখেছিলেন তাঁরা জানেন, কীভাবে বিভিন্ন ব্যাংক এবং রিয়েল এস্টেট শেয়ারগুলি চরম ক্ষতির মুখে পড়েছিল। রিয়েল এস্টেট সেক্টর ১৩ বছরের ওপর আর কিছু করে উঠতে পারেনি। সেখান থেকে একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই দুরন্ত র‍্যালি যেন বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, বুল মার্কেটের বড় বিপদকেও অগ্রাহ্য করতে থাকে ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীরা। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ভারতীয় রিয়েল এস্টেট স্টকগুলিতে নাগাড়ে চলতে থাকা র‍্যালি। গৃহঋণ সুলভ হতে থাকায় ব্যাংকিং এবং নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্স কোম্পানিগুলির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আবার সুনজর পড়ছে।

বিগত সপ্তাহে রিয়েল এস্টেট শেয়ারগুলিতে প্রায় ২০ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি এসেছে। এই সেক্টরটি তার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারে কি না, তা সময় বলবে। তবে, এই সেক্টরের শেয়ারগুলি যে আবার জনপ্রিয়তা ফিরে পাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। ২০০৮ সালে এই সেক্টরটির যে মূল সমস্যাগুলি ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে জমি কেনা, বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে বেশি সুদের হারে টাকা ধার করা এবং একসঙ্গে অতিরিক্ত গৃহনির্মাণ করে ফেলা। ২০০৮-এ সাবপ্রাইম ক্রাইসিস শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন ডেভেলপার তাদের তৈরি সিকিভাগ গৃহও বিক্রি করতে পারেনি। ফলে একটি সুবিশাল পরিমাণ টাকা আটকে থাকে বিভিন্ন সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ প্রোজেক্টে। অন্যান্য কমার্সিয়াল প্রোজেক্টগুলির অবস্থাও ছিল তথৈবচ। টাকা ফেরত না পেয়ে বিপদে পড়ে ব্যাংকগুলি। ফলে এই সংকট ছড়িয়ে পড়ে এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে। এবারই কোম্পানিগুলি তাদের ব্যালেন্স শিটকে অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছে। একসময় প্রোজেক্টগুলির দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ায় তাতে মধ্যবিত্ত মানুষ হাত দিতে পারছিলেন না। তবে রিয়েল এস্টেটে সুদিন আসার যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে নিঃসন্দেহে লাভ পাবে সিমেন্ট, সেরামিক্স, হাউস বিল্ডিং মেটেরিয়ালস এবং পেন্টস কোম্পানিগুলি।

কোনও বড় সেক্টর যখন ভালো করতে থাকে, তার প্রভাব পড়ে তার ওপর নির্ভর করে থাকা সেক্টরগুলির ওপর। তবে কোন যুগে কোন সেক্টর যে ভালো করবে, সেটি নির্ধারণ করাটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের। এটা দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সেক্টর পারফর্ম করতে থাকে। গত কয়েক যুগে কখনও আইটি পারফর্ম করেছে তো কখনও রিয়েল এস্টেট। ফার্মা, এফএমসিজিগুলিতে সাধারণত একটি ব্যালেন্স থাকে। অর্থাৎ সব যুগের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে এই সেক্টরগুলি। অটো, মেটাল, পাওয়ার ও এনার্জি সাধারণত সাইক্লিকাল বা সিজিনাল হয়ে থাকে। গত বছর থেকে যেমন আইটি, টেলিকম, কেমিক্যাল সেক্টরগুলি পারফর্ম করে যাচ্ছে। বুল মার্কেট বজায় থাকলে হয়তো এরা সবাই পারফর্ম করবে। তবে কোন সেক্টর সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করবে বা একটি সেক্টরের কোনও নির্দিষ্ট কোম্পানি ভালো করবে, নাকি একসঙ্গে বহু কোম্পানি ভালো করবে- সেটা বোঝাই আসল। যে কারণে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের ১১ বছর থেকে ১২ বছর টাকা ফিক্সড করতে অসুবিধা হয় না কারণ, এটি একটি অভ্যাস। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন শেয়ার কেনা এবং এরকম দীর্ঘমেয়াদের জন্য ধরে রাখলে যে সম্পদ বৃদ্ধি অধিকতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা বারবার না বললেও চলে। বুল মার্কেটে র‍্যালির একটি বিশেষত্ব হল, যে শেয়ারগুলি ভালো করার মতো অবস্থায় নেই, তাদের শেয়ার কেনার জন্যও বিনিয়োগকারীদের ভিড় বাড়ে। জি এন্টারটেনমেন্ট এবং ভোডাফোন আইডিয়া- এই দুটি শেয়ার গলা অবধি জলে ডুবে ছিল। সোনির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর জি এন্টারটেনমেন্টের বিগত ৫টি সেশনে প্রায় ৩০ শতাংশ র‍্যালি এসেছে। একইভাবে ভোডাফোন আইডিয়াতেও যে ৭৮ শতাংশ র‍্যালি এসেছে, তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে, ৫০ হাজার কোটি টাকার ঋণ কিন্তু এখনও মাথার ওপর রয়েছে। যা কয়েক বছরে তাদের ফেরত দিতে হবে। ইএসজি-র নিয়মের ফেরে পড়ে মার খাচ্ছিল কোল ইন্ডিয়া। গত ১ বছরে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে ব্যবহার করা কয়লার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০০ শতাংশের ওপর। বর্তমানে তার দাম চলছে ১৭১.২৫ ডলার প্রতি টন। বিশ্ববাজারে এই বিপুল চাহিদা কোল ইন্ডিয়ার শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের মনোযোগী করে তুলেছে। যেখানে দিনের পর দিন কয়লার ব্যবহার কমানো হচ্ছে, অল্টারনেটিভ এনার্জির প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলি, সেখানে বিগত এক বছরে এহেন কয়লার দাম বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে অবাক করার মতো।

শেয়ার বাজারের উত্থানের সময় আমাদের নজরে থাকে যে, সেনসেক্স কখন ৬০ হাজারে বা নিফটি কখন ২০ হাজারে পৌঁছোবে। তবে যে প্রশ্নটা বারবার করে উঠে আসবে তা হল, নিফটি কখন ৫০ হাজারের ঘরে পৌঁছোবে। তখনও কি একজন বিনিয়োগকারী তাঁর আগের কিনে রাখা শেয়ার ধৈর্য ধরে নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে? একইভাবে যাঁরা বর্তমান সময়ে শেয়ার কিনে দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য রেখে দেবেন, তাঁরাও উপকৃত হবেন। উদাহরণস্বরূপ এশিয়ান পেন্টসকে দেখা যেতে পারে। আজ থেকে ঠিক ১০ বছর আগে এশিয়ান পেন্টসের দাম ছিল ২৯১ টাকার কাছাকাছি। সেখান থেকে তার দাম এখন ৩,৪৭২ টাকার কাছে। অর্থাৎ ১০ বছরে এই শেয়ারটির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৯২ গুণ।

খুব ভালো কোম্পানির বিকল্প হয় না। অথবা বিকল্প সে নিজেই হয়ে ওঠে যখন সে পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমাগত পরিবর্তন করতে পারে নিজেকে। ভারতের আইটি বিশ্বমানের হওয়ায় প্রতিটি উন্নতমানের কোম্পানি নিজেদের ডেটা অ্যানালিটিক্সকে উন্নততর করে তুলছে। অর্থাৎ তাদের গ্রাহক কারা, কত বয়স, নিয়মিত না অনিয়মিত, তাঁরা ভবিষ্যতে ক্রয়বৃদ্ধি করবেন না হ্রাস করবেন, তাঁরা কত টাকার মধ্যে ক্রয় করতে ভালোবাসেন, এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে গেলে একই পণ্য এবং তাদেরই পণ্য কিনবেন কি না- এইগুলি খুব যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়। অর্থাৎ কনজিউমার হ্যাবিট বা অভ্যাসকে বারবার বিশ্লেষণ করে দেখা হয় যে, তাতে কোনও পরিবর্তন আসছে কি না। সাধারণত গুণগত কোনও পরিবর্তন না হলে গ্রাহক তাঁদের পণ্য পরিবর্তন করতে চান না। যে কারণে কোলগেটের দাম কম হলেও মানুষ তা কিনে থাকেন। একই কথা খাটে ভোজ্য তেল বা অন্যান্য এফএমসিজির ক্ষেত্রেও।

তবে শেয়ার বাজারে শুধু যে শেয়ারের দাম বাড়ছে তা নয়, ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীর সংখ্যাও বেড়েছে। চিন্তা একটাই, যাঁরা বিনিয়োগ করছেন, তাঁরা কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করছেন এবং সেই শেয়ারটির গুণগত মূল্য আছে কি না, সেটা না জানলে মুশকিল। গত এক বছরে যেভাবে বাজার উঠেছে, তাতে ট্রেডাররা বিলক্ষণ উপকৃত হয়েছেন। তবে বুল মার্কেটের মধ্যে মাঝে মাঝে বড় অর্থে ১০ থেকে ১৫ শতাংশের সংশোধন আসে। যাঁরা মার্জিনে কাজ করেন, সেইসময়টা তাঁদের জন্য ভয়াবহ। এই সময় ইন্ডেক্সের বাইরের শেয়ারগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ অবধি সংশোধন আসতে পারে।

কমোডিটির মধ্যে ২৪ ক্যারাটের ১০ গ্রাম সোনার দাম চলছে ৪৬ হাজার টাকা। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ৫,৪০০ টাকা প্রতি ব্যারেলে। রুপোর দাম চলছে প্রতি কিলো ৬০,৬০০ টাকা। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, কপার, নিকেল এবং লেডের দাম ০.৫ থেকে ১ শতাংশের মতো নেমেছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে বিটকয়েনের দাম ছিল ৩৩ লক্ষ ১৬ হাজারের কাছাকাছি, ইথেরিয়াম ২ লক্ষ ২৯ হাজারের কাছাকাছি এবং কারদানো ১৭১ টাকার কাছাকাছি।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বিগত সপ্তাহের উত্থানে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের শীর্ষ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত। মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ' এবং ব্রিটেনের শীর্ষ ব্যাংক 'ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড' সুদের হার রেকর্ড নীচে রাখার পাশাপাশি আর্থিক প্যাকেজ বহাল রাখার কথা ঘোষণা করেছে। যার জেরে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী ছিল। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশের শেয়ার বাজারে।

চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি প্রথমবারের মতো ৫০ হাজারে পা রেখেছিল সেনসেক্স। সেই সময় এই লেখায় পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল ডিসেম্বরের মধ্যে ৬০ হাজারে পৌঁছে যেতে পারে এই সূচক। তার আগেই মাত্র ৮ মাসে সেই লক্ষ্য পূরণ হল। অন্যদিকে, নিফটিও ১৭৮০০-র বাধা পেরিয়ে ১৮ হাজারের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সূচকের এই লম্বা দৌড়ের সুফল পেয়েছেন অনেক লগ্নিকারী। আগামীদিনে তাঁদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। সূচকের ওঠানামা নয়, নজর রাখতে হবে নির্দিষ্ট শেয়ারেই। যে কোনও সময় বড় মাপের সংশোধন হতে পারে শেয়ার বাজারে। তবে ২০২২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই দৌড় চলতে পারে।

১৯৯০-এর ২৫ জুলাই ১০০০-এর গণ্ডি পেরিয়েছিল সেনসেক্স। ২০০৬-এর ৬ ফেব্রুয়ারি পা রেখেছিল ১০ হাজারের ঘরে। ২০ হাজারের সীমা পেরিয়েছিল ২০০৭-এর ২৯ অক্টোবর। ৩০, ৪০, ৫০ হাজারে পা যথাক্রমে ২০০৭-এর ২৯ অক্টোবর, ২০১৯-এর ২৩ মে এবং ২০২১-এর ২১ জানুয়ারি। তারপর ৬০ হাজারের ইতিহাস তৈরি হল ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১। এই ৩১ বছরে সূচক বহুবার ধাক্কা খেয়েছে। ১৯৯২-এর হর্ষদ মেহতা কেলেঙ্কারি, ১৯৯৩-এর মুম্বই বিস্ফোরণ, ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধ, ২০০২-এর সংসদ ভবনে হামলা, ২০০৭-'০৮-এর আর্থিক মন্দা, তারপর পিএনবি কেলেঙ্কারি এবং কোভিড-১৯ অতিমারি। সব বাধা পেরিয়ে সূচক আজ শিখরে। যাঁরা ধৈর্য ধরে লগ্নি করেছেন এবং অপেক্ষা করেছেন তাঁদের সম্পদ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা, ধৈর্য এবং সঠিক শেয়ার বাছাই করলে আগামীদিনেও বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে শেয়ার বাজার।

বিগত সপ্তাহের উত্থানে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের শীর্ষ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত। মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক 'ফেডারেল রিজার্ভ' এবং ব্রিটেনের শীর্ষ ব্যাংক 'ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড' সুদের হার রেকর্ড নীচে রাখার পাশাপাশি আর্থিক প্যাকেজ বহাল রাখার কথা ঘোষণা করেছে। যার জেরে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী ছিল। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশের শেয়ার বাজারে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ইনটেনসিভ ঘোষণা, টেলিকম ক্ষেত্রকে মোরাটোরিয়াম ইত্যাদি ইস্যুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। শেষলগ্নে বর্ষার পরিমাণ বাড়ায় কৃষিক্ষেত্র নিয়েও আশঙ্কা কমেছে। সব মিলিয়ে অর্থনীতি নিয়ে আশা বাড়ছে। যার প্রভাব পড়ছে শেয়ার বাজারে। তবে আশঙ্কাও থাকছে। চিনের আবাসন ব্যবসায় সংকট তৈরি হয়েছে। এভারগ্র্যান্ডির মতো সংস্থা ডুবতে বসেছে। যা আগামীদিনে শেয়ার বাজারে ধস নামাতে পারে।

সোনা-রুপোর বাজারে ওঠানামা চললেও দামে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। আগামী কয়েক সপ্তাহে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) বম্বে ডাইং : বর্তমান মূল্য-৯৩.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৩/৬০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৮৮-৯১, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-১৯২৪, টার্গেট-১৩৭।

২) অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম : বর্তমান মূল্য-১১৭.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৫/৮৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১০-১১৪, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-২৪৩, টার্গেট-১৮০।

৩) এনএমডিসি : বর্তমান মূল্য-১৪০.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৩/৭৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৩৮-১৪৪, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৪১০২৮, টার্গেট-২০০।

৪) কানাড়া ব্যাংক : বর্তমান মূল্য-১৫৭.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৫/৮২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে ১৫২-১৫৬, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-২৮৬০৮, টার্গেট-২৩০।

৫) টিনপ্লেট : বর্তমান মূল্য-২৯৪.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩১১/১১৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৭০-২৮০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৩০৭৮, টার্গেট-৩৯০।

৬) জয় কর্পোরেশন : বর্তমান মূল্য-১৩৩.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৩/৭৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১২৪-১২৮, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-২৩৮৭, টার্গেট-১৮৫।

৭) ইপকা ল্যাব : বর্তমান মূল্য-২৪০৪.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৬৭/১৭৮৬, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২৩৬০-২৪০০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৩০৫০০, টার্গেট-২৮৫০।

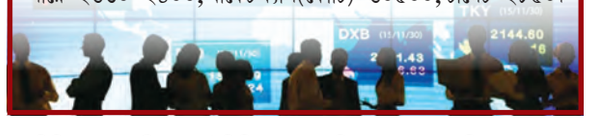

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।